OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 371
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 366 - 371
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মাতৃত্বের নতুন পাঠ : আশাপূর্ণা দেবী ও সারা রুডিকের দার্শনিক ভাবনা

জয়া কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, শিবপুর দিনবন্ধু ইন্সটিটিউশন (কলেজ)
Email ID: jayakarmakar.sdbic@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Feminism, Care Ethics, Reason, Motherhood, Compassion, Relation.

Abstract
'Motherhood' is often seen as something naturally tied to womanhood. I have always found this idea both simple and complicated. In this paper, I try to look at it a bit differently. My discussion moves between two very different writers, one is our Bengali author Ashapurna Devi and the other one is Western feminist thinker Sara Ruddick. As I read their work, I keep noticing how the idea of motherhood changes with context and culture. Feminism, as we know, has long questioned traditional norms and demanded freedom from gender-based injustice. In contrast, Care Ethics, which grew more recently, reminds us that feelings and relationships are also a kind of moral wisdom. Within this space, the idea of motherhood becomes rich and worth thinking about. Ashapurna Devi's trilogy (Prathom Protishruti, Subarnolata, Bakul katha) always draw me in. As all we know She never called herself a feminist, yet her characters often speak of quiet resistance. Through their daily lives and small choices, they challenge the old rules without even naming it. When I read her, I feel a closeness to the feminist way of thinking, though she never used that word herself. Sara Ruddick, writing from a different world, sees motherhood as a form of thinking, a practice of patience, care, and reflection. Though the two women lived in separate cultures, both see motherhood not as duty alone but as a moral way of being. By putting their ideas side by side, I try to see how feminism, care, and motherhood connect. It is not a fixed concept anymore, it grows and changes with emotion, experience, and time.

Discussion

প্রবন্ধে আমি দু'জন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাতৃত্ব'কে দেখার চেষ্টা করব। একজন আমাদের সবার প্রিয় বাংলা নামক আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী, আরেকজন পাশ্চাত্যের নারীবাদী চিন্তাবিদ সারা রুডিক। আমরা সকলেই অবগত যে, নারীবাদ এমন একটি মতাদর্শ যা চিরাচরিত ধ্যান ধারনার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানায়। এখানেই তার কাজ শেষ হয় না ওই বিষয়গুলির বিকল্প ব্যাখ্যাও প্রদান করে। নারীবাদ এর মূল কথা হল লিঙ্গভিত্তিক শোষণ অন্যায়। ইদানীং আরেকটি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 371
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মতাদর্শ খুবই আলোচিত হয় তা হল দরদী নীতিবিদ্যা বা care Ethics। প্রবাদপ্রতিম দার্শনিকগণ বা চিন্তাবিদদের Reason বা প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দেওয়ার দাবীকেই প্রশ্নচিহ্ন এর সামনে দাঁড় করায় দরদী নীতিবিদ্যা। Reason গুরুত্ব পাক কিন্তু এর সাথে সাথে Emotion এর যে কদর তা যেন তার জৌলুস থেকে বঞ্চিত না হয়। এখানেই স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়ে 'মাতৃত্ব' নামক ধারণাটি।

সনামধন্য লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর খ্যাতি বরাবরই একজন অন্তঃপুরের লেখিকা হিসেবে। তাঁর লেখার অনেকটা জুড়েই ছিল নারীর রোজনামচার প্রতিচ্ছবি। আর এর সাথেই প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে নারীজাতির যন্ত্রণার তথা বঞ্চনার কাহিনী। নিজেকে কোনদিন নারীবাদী লেখিকা বলতে চান নি লেখিকা। বরং খুবই সচেতনভাবে নারীবাদ নামক মতাদর্শকে নিজের নামের থেকে বেশ খানিকটা দূরে রাখতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন তিনি। কিন্তু এই জনপ্রিয় সাহিত্যিককে বোধহয় আমরা নারীবাদী বলতেই পারি যদি নারীবাদ নামক মতাদর্শটিকে একটু মোটাদাগে গ্রহণ করা হয়। আশাপূর্ণা দেবীর থেকে অনেক পড়ে পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় আমরা সারা রুডিকের সাথে পরিচিত হই। এই প্রবন্ধটি আসলে প্রথাগতভাবে মাতৃত্ব বলতে সমাজ যে Conceptual Framework তৈরি করে দেয় তার থেকে একটু অন্যভাবে এই দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব মাতৃত্ব নামক ধারনাটি কে উপলব্ধি করেছেন, সে বিষয়েই একটি দার্শনিক আলোচনা।

আশাপূর্ণা দেবী হলেন বাংলা সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় লেখিকা। এই সনামধন্য লেখিকার লেখনীর অদ্ভুত যাদুশক্তির স্পর্শে সব চরিত্রগুলি যেন পাঠকদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলি কখনো ছোট বালিকার বেশে, কখনো চঞ্চলা কিশোরীর ছন্দে, কখনো বা ঘোমটার আড়ালে থাকা নববধুর বেশে, আবার কখনো মমতাময়ী মা এর সাজে যার জঠর থেকে নতুন জগৎ শুরু হয়, কখনো পূর্ণবয়স্ক মহিলা আবার কখনো বৃদ্ধ বিধবা নারীর আদলে হাজির হয় আমাদের সামনে। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনের সৃষ্ট বিপুল রচনা সম্ভারের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় তিনটি উপন্যাস হল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', ও 'বকুলকথা'। এই ত্রয়ীর সাথে পরিচিত হতে পারলেই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ পাওয়া সম্ভব।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী যাঁর পরিচিতি একজন অন্তঃপুরের লেখিকা হিসেবে, তাঁকে নারীবাদী বলতে পারি কিনা সেটা নিশ্চিতরূপে একটি দার্শনিক প্রশ্ন হতে পারে। নারীবাদের মত একটি বহুল প্রচলিত এবং বিস্তৃত মতাদর্শকে কিছুটা মোটা দাগে ব্যাখ্যা করা গেলে এই অন্তঃপুরের লেখিকাকে আমরা নারীবাদী বলতে পারব। নারীর অন্তরে নিহিত সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ, নারীর অধিকারের মর্যাদা নারীর সম্মান, সংসারে নারীর প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান, সর্বোপরি নারী হওয়ার জন্য কোন নারীকে ভুগতে যাতে না হয় - নারীবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে বোধ হয় আমরা এই ট্রিলজির স্রষ্টাকে 'নারীবাদী' বলতে পারব। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখিকার দৃষ্টিতে একজন নারীর লক্ষণ কি ছিল তা ব্যক্ত করা বোধ হয় খুবই যুক্তিযুক্ত হবে। নারীর প্রচলিত লক্ষণ হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীর বক্তব্য - মেয়েরা দেশলাই বাক্সের সঙ্গে তুলনীয়। কারণ –

> "দেশলাই বাক্স যেমন একশটা লঙ্কাকান্ডের উপযুক্ত বারুদের সঞ্চয় ভিতরে ভরে রেখেও নিরীহ চেহারায় পড়ে থাকে রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, শোবার ঘরে, আর এখানে সেখানে, মেয়েরাও যে প্রায় তেমনি! ভিতরে অনেক অগ্নিকান্ডের উপকরণ মজুত থাকলেও ওরা কোনদিন জ্বলে উঠে জ্বালিয়ে দেয় না পুরুষের মহানুভবতার মুখোশটা। জ্বালিয়ে ফেলে না নিজের রঙীন খোলসখানা। জ্বালিয়ে দেবে না-- সে কথা পুরুষেরও জানা। তাই তারা ওদের অনায়াসে ফেলে রাখে রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, শোবার ঘরে, আর এখানে সেখানে। নির্ভয়ে পকেটে তোলে।"[১]

সত্যবতীর অন্তরেও অগ্নিকান্ডের উপকরণ মজুত ছিল, কিন্তু তা দিয়ে সে সব কিছু তছনছ করে দিতে চায় নি কখনো। নিজের মত করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে সে। ন্যায্য অধিকার আদায় করতে গিয়ে কোনদিন সে কাউকে আঘাত করে। মেয়ে হয়েই মানুষ হবার সুযোগ হারাতে নারাজ তেজস্বিনী, অগ্নিশিখাসম প্রতিবাদিনী সত্যবতী। এই উপন্যাসের নায়িকা সত্যবতীর মধ্য দিয়ে লেখিকা তাঁর মনোভাব পাঠকদের সামনে এনেছেন। নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্য যেভাবে সমগ্র উপন্যাসটির স্থান-কাল-পাত্র নির্বাচণ করেছেন তা সত্যিই এককথায় অনবদ্য। তাঁর উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে আমরা দেখতে পাই সমাজের বীভৎস চেহারা। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে সেই সমাজে। সেখানে নারীর কোন মান নেই,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 371
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সম্মান নেই, স্বাধীনতা নেই, মতামত ব্যক্ত করার অধিকার নেই, স্বামী বা পিতার দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস নেই। বাল্য বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া এক চিরপরিচিত রেওয়াজ সেই সমাজের। ঘুমন্ত মেয়েকে মাঝরাতে টেনে তুলে কপালে চন্দন এঁকে সাত পাক ঘুরিয়ে দেওয়ার মত দৃশ্যও সেখানে বিরল নয়।

তবে এইসব ঘটনা শুধু অশিক্ষিত বাড়ির মেয়েদের ক্ষেত্রেই ঘটত না, সমাজের মাথা যাঁরা তাঁদের বাড়িতেও একই দৃশ্য ঘুরে ফিরে আবর্তিত হয়। আসলে সমস্যাটা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভদ্র বা অভদ্র ব্যক্তিদের নিয়ে নয়, সমস্যার বীজ নিহিত অন্য জায়গায়। সমস্যা হল মেয়ে হয়ে জন্মানো নিয়ে। একটি মেয়ে সন্তান জন্মানো মাত্রই তার ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। চেনা ছকে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় তার গোটা জীবনটা। বিয়ের বয়স হতে না হতেই তাকে পরগোত্র করে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই শুরু হয় অন্যকে খুশী করা, তোষামোদ করা। এরপর যদি অকাল বৈধব্যের মত অভিশাপ নেমে আসে কারও জীবনে তাহলে তো কোন কথাই নেই। অথচ আমরা দেখি কারও কোন অভিযোগ নেই। মোক্ষদা থেকে শুরু করে কাশীশ্বরী সকলেই নিজের ভাগ্যকে ছাড়া কাউকে দোষ দেয় না। আর দোষ দেবেই বা কাকে! স্বামীর মৃত্যুর জন্যও তো সমাজ তাদের পোড়া কপালকেই দায়ী করত। তাদের ভাগ্যে স্বামীসুখ নেই বলেই কিনা স্বামীরা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছেন, নচেৎ যেতেন না।

রামকালী চাটুজ্জ্যের একমাত্র সন্তান সত্যবতী, বলা ভাল কন্যাসন্তান। সত্যবতীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরাশোনার আগ্রহ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি দেখে রামকালীও আফশোস করেন সত্যবতীর মেয়ে হয়ে জন্মানো নিয়ে! হয়ত প্রচলিত প্রথাগত শিক্ষা সত্যবতীর ছিল না তবুও শিক্ষাকে সত্যবতী বাহন করেছিল, বহন করে নি। শিক্ষা যে মানুষকে প্রগতিশীল হতে সাহায্য করে, উদারমনস্ক হতে শেখায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার তালিম দেয় - সত্যবতী যেন তারই উদাহরণ। 'শিক্ষা' - ছিল সত্যবতীর জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত, সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। শিক্ষার জন্যই সে পাড়ি দিয়েছিল কলকাতার উদ্দেশ্যে। দুই ছেলে শিক্ষিত হয়ে মানুষের মত মানুষ হবে এই ছিল তার স্বপ্ন। তবে সত্যবতীর এই স্বপ্ন সত্য হয় নি। সত্যবতীর ছেলে অপেক্ষা নবকুমারের ছেলে হিসেবেই নিজেদের গড়ে তুলেছে তারা। তবে সত্যবতীর সন্তানরা মানুষের মত মানুষ হবে - এ স্বপ্নকে বোধহয় বাস্তবায়িত করতে পারত তার মেয়ে সুবর্ণ। কিন্তু সে স্বপ্নকে 'স্বপ্ন' হিসেবেই রেখে দিয়েছে নবকুমার। সত্য সুবর্ণকে বিয়ে দেবে না এমনটাও কোনদিন ভাবে নি। শুধু চেয়েছিল মানুষের মত মানুষ হয়ে নিজের পরিচয় নিয়ে তারপর বিয়ে করবে সুবর্ণ। কই কখনও তো সত্যবতী মেয়েদের ঘর-সংসার করাকে অস্বীকার করে নি। কারণ 'বিবাহ'-এর গুরুত্ব বহুযুগ ধরে আমাদের শাস্ত্র, সমাজ, সংসার বুঝিয়ে এসেছে। বিশেষ করে তার গুরুত্ব মেয়েদের কাছে অনেক বেশী। বলা যায় তার কারণ, মেয়েদের বাধ্যতামূলক পরনির্ভরতা। 'বিবাহ'কে ঘিরে সত্যবতীর প্রশ্ন অন্যখানে। 'বিবাহ' নিঃসন্দেহে একটি বন্ধন - যে বন্ধনে দুটি মানুষ সারাজীবনের জন্য আবদ্ধ হয়। স্বভাবতই সেই বন্ধনটির প্রতি দুটি মানুষেরই দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। কিন্তু সত্যবতী তার সারাজীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে যে, এই বন্ধনের দৃঢ়তা পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয়। কিন্তু কেন? কেন পুরুষের জীবনে "বিবাহ" শুধুই একটি ঘটনামাত্র, এবং যে ঘটনার গুরুত্ব তার জীবনে ঘটে চলা অন্যান্য ঘটনার থেকে কোনদিক থেকে বেশী নয়, বরং বলা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে তা কম। অথচ অন্য দিকে নারীর ক্ষেত্রে সেই 'বিবাহ' নামক বন্ধন চিহ্নটুকুর ওপর নির্ভর করে তার সমগ্র জীবন। যে অগ্নিকে সাক্ষী করে দুটি জীবন একসাথে চলার শপথ নেয়, কেন সেই দায় শুধু বইতে হয় শপথ গ্রহণকারী একজনকে? তাই বুঝি স্ত্রৈণ্য হওয়া পুরুষের পক্ষে চরম অপমানের, আর পতির মত পরম গুরু মেয়েদের জীবনে নেই; পতির পুণ্যেই সতীর পুণ্য হয়ে যায়।

> "ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, প্রতারকের প্রতারণায়, অহঙ্কারীর নির্লজ্জ শক্তির মত্ততায় যে কোনও ঘটনায় ঘটিত বিয়েও 'চিরস্থায়িত্ব' পাবে কেন? মানুষকে নিয়ে মানুষ পুতুল খেলা খেলবে কেন?"[২]

সুবর্ণলতার জবানিতে সত্যবতীর এই উক্তিতে ধরা পড়ে তাঁর আরেক ইচ্ছা। বিবাহ চিরস্থায়ী তখনই হবে যখন দুটি মানুষ সেখানে স্বেচ্ছায় সেই সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইবে। দুই অসম মানসিকতার মানুষ ক্ষণিকের ভুলে 'বিবাহ" নামক বন্ধনে আবদ্ধ হলেও সেই বন্ধনের বোঝা আজীবন তাদের যেন বয়ে নিয়ে যেতে না হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 371
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সত্যবতীর সময়কার সমাজ যেমন ছিল সত্যবতীর মেয়ের ক্ষেত্রেও তার খুব বেশী হেলদোল হয় নি। সত্যবতী ভেবেছিল, -

> "আমি পাইনি, কিন্তু আমার মেয়ের জন্যে মুঠোয় ভরে আহরণ করে নেব সেই আলো, আর সে আলোর সাজে সাজিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব ওই রাজপথে যেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর এক পৃথিবীর মেয়েরা।"[৩]

সত্যবতীর এই ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি, কারণ সত্য যে ছাদের তলায় থাকত সেখানে ছিল নবকুমারের মত স্বামী। আর একইরকমভাবে সুবর্ণ বাধ্য হয়েছিল প্রবোধ চন্দ্রের মত স্বামীর সংসার করতে, যে প্রবোধ সুবর্ণলতার বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কৌতুহলকে ব্যঙ্গ করে। প্রবোধের উর্বর মস্তিষ্কে ঠাঁই পায়, -

> "মেয়েমানুষের এত জানা, এত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখা হচ্ছে অনর্থের মুল। ও থেকেই সন্তোষ নষ্ট, শান্তি নষ্ট, বাধ্যতা নষ্ট। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে দরকার কি বাপু? বিধাতাপুরুষ যখন গোঁফদাড়ি দিয়ে পাঠায় নি, তখন রাঁধোবাড়ো, খাও দাও, স্বামী-পুত্তুরের সেবা কর, নিদেন না হয় হরিনাম কর কিংবা পরচর্চা কর। চুকে যাক ল্যাঠা। তা নয় লম্বা লম্বা বুলি, বড় বড় আম্বা!"[৪]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি জুড়েই সত্যবতীর সংগ্রাম। নারী জাতির দিকে পুরুষের তুচ্ছতার বোধের প্রতি তার আঙুল। হাজার হাজার সুবর্ণ, হাজার হাজার পুঁটির কথা ভেবেছে সত্যবতী। নিজের চোখে যেটাকে ঠিক বলে মনে হয়েছে সেটা করা থেকে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারে নি। কিন্তু নবকুমারের মত জীবনসঙ্গীকে বারে বারে পরাজিত করাতেই কি সত্যবতী প্রকৃত সুখ খুঁজে পেয়েছিল? যোগ্য ব্যক্তির কাছে হারাতেও সুখ থাকে, কিন্তু সত্য সে সুখ কোনদিন পায় নি। নবকুমারের সংসারে সর্বদা মুখ্য ভুমিকায় অভিনয় করবে-- এ আশা কোনদিনই ছিল না সত্যবতীর। এর থেকে বোঝা যায় পুরুষ মানুষদের প্রতি কোন ক্ষোভ ছিল না সত্যবতীর। শুধু সেই মানুষগুলোর তৈরী করা বিধিগুলোর প্রতিই ছিল তার প্রশ্ন। সমাজে পুরুষকে যেন অযথা শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে না বসানো হয়, নারী-পুরুষ উভয়ের আসন যেন থাকে সমান জায়গায়। নারীর চাই শিক্ষার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার। সমাজের অবাঞ্ছিত প্রথাগুলির শিকার যেন না হতে হয় মেয়েদেরকে। চোখের ওপর একখানা করে পুরু পর্দা ঝুলিয়ে নিজেদের অদৃষ্টকে দোষ দেওয়ার অভ্যাস ছাড়তে হবে মেয়েদেরকেই। এইসব বক্তব্যই ছিল সত্যবতীর তথা আশাপূর্ণা দেবীর। সত্যবতী তার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, বিশ্বাস, চিন্তাধারা সব দিয়ে মেয়েদের আকাঙ্ক্ষাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছে সারা জীবন ধরে।

সত্যবতী সম্পর্কে আশাপূর্ণা স্বয়ং লিখেছিলেন, সত্যবতী 'প্রতিবাদের প্রতীক'। তাঁর আশৈশব সঞ্চিত ক্ষোভ-দুঃখ-জ্বালায় 'নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই' যে তাঁর কাহিনীর নায়িকার অবয়বে প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছে একথাও আশাপূর্ণাই জানিয়েছেন। নিজের শৈশব-কৈশোরের মানসিকতা সম্পর্কে সত্যবতীর স্রষ্টা লিখেছিলেন –

> "ছোটবেলা থেকেই আমার প্রশ্নমুখর মন এখনকার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় অসঙ্গতির বিরূদ্ধে প্রতিবাদে প্রখর হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে মানুষে মানুষে অবস্থার এমন অসাম্য কেন? বেশী পীড়িত করেছে মেয়েদের অবস্থা। কেন তাদের সকল বিষয়ে এই অধিকারহীনতা?"[৫]

আশাপূর্ণা দেবীর এই জিজ্ঞাসাগুলিকেই ভাষা দিয়েছে সত্যবতীর দৃপ্ত উচ্চারণ।

আশাপূর্ণা দেবী উপলব্ধি করেছিলেন সমাজের অর্ধেক অংশ এগোলেও সেই সমাজ কিন্তু উন্নতির শিখায় উঠতে পারে না। লেখিকার এই ভাবনাই ধরা পড়ে সত্যবতীর আত্মজা সুবর্ণলতার মুখে, -

> ''...কেন ব্যর্থ তা জানো ঠাকুরপো? তোমাদের সমাজের আধখানা অঙ্গ পাঁকে পোঁতা বলে। আধখানা অঙ্গ নিয়ে কে কবে এগোতে পারে বলো? এ অখদ্যে অবদ্যে 'মেয়েমানুষ' জাতটাকে যতদিন না শুধু 'মানুষ' বলে স্বীকার করতে পারবে ততদিন তোমাদের মুক্তি নেই, মুক্তির আশা নেই। চাকরানিকে পাশে নিয়ে কি তোমরা রাজসিংহাসনে বসবে?''[৬]

বলা বাহুল্য সুবর্ণলতার সমকালীন এই ভদ্রলোকের সমাজকে আশাপূর্ণা দেবী শুধু মধ্যবিত্তই নয় মধ্যচিত্ত বলেও আখ্যায়িত করেছেন। আর এরাই এদের মধ্যবিত্ততা আর মধ্যচিত্ততা নিয়ে রক্ষা করে চলেছে সমাজের কাঠামো।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 371
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সত্যবতীর অন্তঃকরণে ঠাঁই পাওয়া অনেক প্রশ্নের মধ্যে আরেকটি প্রশ্ন হল - একজন নারীর পূর্ণতা কি শুধু তার মাতৃত্বে? নারী জাতি কি শুধুমাত্র তার শরীর সর্বস্বতাকে মেনে নিয়ে পুরুষের কাছে ধরা দেবে? নারীর নারীত্ব কী নির্ধারিত হবে অবাঞ্ছিত সন্তানে কোল ভরিয়ে? নারীর প্রজনন ক্ষমতাকে ব্যবহার করার ইচ্ছা কি সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হবে একজন পুরুষের দ্বারা? এখানে আশাপূর্ণা দেবীর সাথে যেন আধুনিককালে আলোচিত দরদী নীতিবিদ্যার বক্তব্য অনেকখানি এক বলে মনে হয়। নিউইয়র্কের সারা রুডিকও মনে করেন কেবলমাত্র মাতৃত্বই নারীর জীবনের একমাত্র কাম্য হতে পারে না। 'মা' ছাড়া নারীর আরও পরিচয় আছে, এবং সেগুলিও সমানভাবে গুরুত্বের দাবী রাখে। সংসারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোন মহানুভবতা নেই। আর নিজেকে প্রাধান্য দিলে তার মধ্যে কোন অন্যায়ও নেই। প্রকৃত নারী হওয়া মানেই যে নিজের প্রতি অবহেলা করে সংসারের বাকী সম্পর্কগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে এমনটা নয়। নারীর নারীত্ব কখনোই স্বার্থত্যাগের মাণদন্ড দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। কোন নারী মাতৃত্ব চায় কিনা তা শুধু একজন নারীই ঠিক করবে। প্রকৃত নারী তথা মানুষ সেই যে নিজেকে গুরুত্ব দেবে এবং সম্পর্কের বিপরীতদিকে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও গুরুত্ব দেবে। নারী শুধু নিজেকে বিলিয়ে দেবে - এই মিথকে অস্বীকার করেন সারা রুডিক। মাদারিং একটা গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা। আর এই মাদারিং এর দায় শুধু মায়ের নয়, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অংশগ্রহণও সেক্ষেত্রে একান্তভাবে কাম্য। সত্যবতীর স্রষ্টাও এরকমভাবেই ভেবেছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবী মনে করতেন মাতৃত্ব ধর্মটি শুধুমাত্র জৈবিক ভাবেই অর্জিত হবে এমনটা নয়। মাতৃত্ব যেকোন ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে। তবে আমাদের সমাজ খুব সুকৌশলে এই বিষয়টিকে নারীজাতির একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে বেঁধে দিয়েছে। মা মানেই তাকে সন্তানের বিষয়ে হতে হবে নিঃস্বার্থ। লেখিকা বলতে চাইছেন এ দায় যেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কেবলমাত্র নারীকেই অর্পণ করেছে। পরিবারের আর সকলের ভূমীকা খুবই নগণ্য, মা এর মাথাতেই এই মাতৃত্বের শিরোপার পশ্চাতে প্রদত্ত হয় আমৃত্যু একটি দায়িত্ব। এ কথা ভীষণভাবে সত্যি যে নারীর মধ্যে থাকে মাতৃত্বের সকল গুন কিন্তু তার মানে এই দাঁড়ায় না যে সন্তান এর জন্মের পর থেকেই মাতৃত্ব ছাপিয়ে যাবে নারীত্বকে। এখানেই পাশ্চাত্য দার্শনিক সারা রুডিক এর সাথে আশাপূর্ণা দেবীর মতের মিল পাওয়া যায়। রুডিক ও মনে করছেন মাতৃত্ব হল একটি প্রোজেক্ট, যাতে পরিবারের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং করাটাই কাম্য। সন্তান জন্মানোর পর তার দেখভালের দায়িত্ব শুধুমাত্র তার মায়ের নয়। পিতা কেবলমাত্র আর্থিক সহায়তা করে তার দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। আবার আমার প্রবন্ধের দুই চিন্তাবিদই সহমত যে, মা মানেই তাকে তার নিজস্ব সত্তাকে প্রাধান্য না দিয়ে সারাক্ষণ তার সন্তানের জন্য নিবেদিত প্রাণ হতে হবে এমনটা নয়। মাতৃত্বের আড়ালে তার স্বকীয় সত্তা হারিয়ে ফেলার মধ্যে মহত্তের কিছু নেই। কিন্তু যুগে যুগে সমাজ নারীর কাছে প্রত্যাশা করেছে এই বিষয়টি। সন্তান জন্ম যেমন একা নারীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি সন্তান জন্মের পরও সেই সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্বও নারীর একার নয়। সন্তান অসুস্থ হলে মা কেই তাকে সেবা করে সুস্থ করে তুলতে হবে, এ যেন চন্দ্রসূর্য ওঠার মত প্রাকৃতিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে মাও একজন মানুষ, তারও শরীর খারাপ হয়, ক্লান্তি আসে, মন বিষণ্ণ হয়। আশাপূর্ণা দেবী ও রুডিকের সময়কাল যেহেতু এক নয়, তাই সমাজের ক্ষেত্রেও সেখানে পার্থক্য থাকবে – এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রবহমান সমাজে পরিবর্তন আসে না শুধু পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতায়। স্থান-কাল-পাত্র এর ধারণা সেখানে প্রহসনের নামান্তর।

আমার এই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়োজনেই এসেছে সাহিত্যের প্রসঙ্গ, দর্শনের ছাত্রী হয়ে সাহিত্যের আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি কেন-- তা বলার দায় আমার উপর বর্তায় বৈকি। দর্শন শাস্ত্রের মাধুর্য তো এখানেই যে কোন নির্দিষ্ট গণ্ডী তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। আর যশোধরা বাগচীর কথাগুলি তো স্মরণে আছেই। তিনি বলছেন, -

> "নারীবাদী আলোচনায় সাহিত্য সত্যিই ইতিহাসের পরিপুরক। ইতিহাসের যে গতানুগতিক পরিচয়ে আমরা অভ্যস্ত সেখানে সাধারণত বহির্বিশ্বের, বিশেষ করে শাসক কেন্দ্রিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা হয়ে থাকে। এই ক্ষমতার লড়াইয়ে যেহেতু মেয়েদের প্রত্যক্ষদান খুবই কম, সেহেতু ইতিহাসে তারা প্রায়শই অনুপস্থিত। কিন্তু পৃথিবীর এই অর্ধ শতাংশ তাহলে গেল কোথায়? অনেক সময়েই তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে সাহিত্যে।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 371
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসুদন সম্পাদনা, বিংশ শতাব্দীর নারী ঔপন্যাসিক, পূর্বা, কলকাতা ৯, শ্রাবণ ১৪০৮, পৃ. ২১
২. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, কলকাতা ৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৩, পৃ. ১১৩
৩. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, কলকাতা ৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৩, পৃ. ১২০
৪. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, কলকাতা ৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৩, পৃ. ১৩৩
৫. ঘোষ, সুদক্ষিণা, মৃণালের কলম- মেয়েদের ভুলে যাওয়া লেখালেখির জগৎ, কলকাতা ৪, পাপিরাস প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ৬৪
৬. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, কলকাতা ৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৩, পৃ. ১৫৪
৭. বাগচী যশোধরা, নারী ও নারী সমস্যা, কলকাতা ৯, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০২, পৃ. ৫৫

Bibliography:

দেবী আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, কলকাতা ৭৩: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৭১।
দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, কলকাতা ৭৩: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৩।
ঘোষ সুদক্ষিণা, মৃণালের কলম-- মেয়েদের ভুলে যাওয়া লেখালেখির জগৎ, কলকাতা ৪ : পাপিরাস প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৭।
ঘোষ সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, কলকাতা ৭৩: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।
সম্পাদনা অমিত্রসুদন ভট্টাচার্য, বিংশ শতাব্দীর নারী ঔপন্যাসিক, পূর্বা, কলকাতা ৯, শ্রাবণ ১৪০৮।
বাগচী যশোধরা, নারী ও নারী সমস্যা, কলকাতা ৯: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০২।
মৈত্র শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ, কলকাতা ১৪: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, নভেম্বর ২০০৩।
Ruddick Sara. Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace. Boston: Bacon Press, 1989.
Moitra Shefali. Feminist Thought: Androcentrism, Communication and Objectivity. New Delhi 110055: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd,
2002.
Gilligan Carol, Joining the Resistance, Cambridge, UK: Polity Press, 2011.
Datta Dipannita. Ashapurna Devi and Feminist Consciousness in Bengal. New Delhi 110001: Oxford University Press, 2015.